ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৬ বর্ষ ১১ম সংখ্যা ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) ৩০ কার্তিক ১৪২৯, ১৫ নভেম্বর ২০২২

গবেষণা-প্রকাশনা মেলা অনুষ্ঠিত

সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গবেষণা-প্রকাশনা মেলা গত ২২-২৩ অক্টোবর ২০২২ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি প্রধান অতিথি, শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি সম্মাননীয় অতিথি এবং প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার। উদ্বোধন শেষে অতিথিরা মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রকাশনা, গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সামাজিক চাহিদা নিরূপণ, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

শহিদ শেখ রাসেল দিবস পালিত

শহিদ শেখ রাসেলের স্মৃতি বিজড়িত বিদ্যাপীঠ পুণ্যভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে- উপাচার্য

যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ১৮ অক্টোবর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ শেখ রাসেল দিবস পালিত হয়েছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে দিবসটি পালন করা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে- "শেখ রাসেল/নির্মলতার প্রতীক/দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক"। দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল শহিদ শেখ রাসেলের স্মৃতি বিজড়িত প্রিয় বিদ্যাপীঠ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে স্থাপিত শহিদ শেখ রাসেলের ম্যুরালে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, কেক কাটা, আলোচনা সভা প্রভৃতি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার এবং ৬টি স্মার্ট বোর্ড" উদ্বোধন করেন।

সকাল ১১টায় ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে শহিদ শেখ রাসেলের শিশু কিশোর জীবনের উপর আলোকপাত করে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শহিদ শেখ রাসেলের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপাচার্য বলেন, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে স্থাপিত শহিদ শেখ রাসেলের ম্যুরালে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ জমায়েত হয়েছেন। শহিদ শেখ রাসেলের স্মৃতি বিজড়িত এই স্কুল ক্যাম্পাস আজ এক পুণ্যভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

উপাচার্য বলেন, অসাধারণ কিছু গুণের অধিকারী ছিলেন শিশু রাসেল। তিনি অত্যন্ত সৎ, স্পষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল ও অনন্য মানবিক মূল্যবোধের অধিকারী ছিলেন। অপার সম্ভাবনাময় ও বিরল প্রতিভার অধিকারী সেদিনের ছোট্ট রাসেল বেঁচে থাকলে আজ ৫৯ বছরের পরিণত মানুষ হতেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজে নেতৃত্ব দিতে পারতেন। কিন্তু ঘাতকদের নির্মম বুলেট সেটি হতে দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ঘাতকরা শিশু রাসেলকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। শেখ রাসেল তখন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

এডওয়ার্ড (টেড) এম কেনেডি জুনিয়র-এর বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

প্রয়াত মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডি'র ছেলে এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ এডওয়ার্ড (টেড) এম কেনেডি জুনিয়র গত ৩১ অক্টোবর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'Commemorating the 50th Anniversary of US- Bangladesh Relations' শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মি. পিটার ডি হাস এবং কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অ্যাটাচি মিস শার্লিনা মরগান-হুসেন বক্তব্য রাখেন। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি মি. লর্ড করন বিলিমোরিয়া গত ২০ অক্টোবর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'Business, Finance and Economy' বিষয়ে এক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ১৫ অক্টোবর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ সকাল সাড়ে ৭টায় জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মোল্লা মো. আবু কাওছার, হলের ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নিহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র উপর রচিত গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু রচিত 'World Leader Sheikh Hasina: The Pioneer of Golden Bangladesh' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান গত ১৮ অক্টোবর ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার মো. শামসুল হক টুকু, এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স এন্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. সেঁজুতি রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটি স্পীকার মো. শামসুল হক টুকু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সকল শহিদ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে রচিত এই গ্রন্থটি অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি বই। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব আজ বিশ্বজুড়ে সমাদৃত ও প্রশংসিত। গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাংলাদেশের সার্বিক দিকনির্দেশনায় নয় বরং শিক্ষা ও গবেষণায় বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে চলছে। দেশের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্যাগ, নিরলস পরিশ্রম ও সাহসী নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে ক্ষুধা মুক্ত, দারিদ্র মুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ গড়তে কাজ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে জননেত্রী শেখ হাসিনা-এর কর্মপরিকল্পনা শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে নয় বরং সারা বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু গ্রন্থটিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড, নারী শিক্ষা ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ঈর্ষনীয় সাফল্য এবং বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক উন্নতির বিশাল চিত্র সাবলীল ভাষায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শহিদ শেখ রাসেলের স্মৃতি বিজড়িত বিদ্যাপীঠ পুণ্যভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে– উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) শহিদ শেখ রাসেলের মূলবোধ ধারণ করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য উপাচার্য নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মিসেস সেলিনা আক্তারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি এক্স-স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (ইউলেসা)-এর সভাপতি নাঈম আহম্মেদ খান, শহিদ শেখ রাসেলের সহপাঠী অধ্যাপক ফওজিয়া বানু এবং ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী রাইফ চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল হালিম।

উল্লেখ্য, আলোচনা পর্ব শেষে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে শহিদ শেখ রাসেল স্মৃতি বৃত্তি এবং কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজে স্থাপিত শহিদ শেখ রাসেলের ম্যুরালে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

বঙ্গবন্ধু পিএইচ.ডি. ছাত্রবৃত্তির জন্য দরখাস্ত আহবান

বঙ্গবন্ধু পিএইচ.ডি. ছাত্র বৃত্তি'র জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. গবেষকদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ২০ অক্টোবর ২০২২ তারিখ থেকে ২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত রেজিস্ট্রারের অফিসের ৩২৩ নং কক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ ও জমা দেয়া যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের পিএইচ.ডি. গবেষকগণ এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। গবেষণা কর্মের বিষয়বস্তু ও পরিধি অবশ্যই বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের জীবন ও অবদানসহ বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও আন্দোলন ভিত্তিক হতে হবে। পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির অনুমতিপ্রাপ্ত যে সব প্রার্থীর আবেদন রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, তারাও এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থায়নে প্রত্যেক গবেষককে মাসিক ৩০ হাজার টাকা গবেষণাবৃত্তি প্রদান করা হবে। এছাড়া, গবেষণা থিসিস জমা দেয়ার পর তাদের এককালীন সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট https://du.ac.bd ভিজিট করে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

ডিজিটাল সেবা প্রদানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরও একধাপ এগিয়ে গেল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীদের ন্যায় প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও এখন থেকে সনদপত্র, নম্বরপত্র ও ট্রান্সক্রিপ্ট উত্তোলনের ফি অনলাইনে জমা দিতে পারবেন। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

অধিভুক্ত ও উপাদানকল্প কলেজসমূহের শিক্ষার্থীরাও যাতে সনদপত্র, নম্বরপত্র ও ট্রান্সক্রিপ্ট উত্তোলনের ফি অনলাইনে প্রদান করতে পারে সেজন্য প্রযুক্তিগত কাজ চলমান রয়েছে এবং অতিদ্রুত তা সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, '১৫ অক্টোবর'-এর মর্মান্তিক ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের সুরক্ষায় সংশ্লিষ্টদের সচেতন ও সক্রিয় থাকতে হবে। এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সকলকে দায়িত্বশীল জায়গা থেকে কাজ করতে হবে। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য উপাচার্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল, হোস্টেল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাদ আছর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ'সহ সকল হল মসজিদে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এছাড়া, নিহতদের তৈলচিত্র ও তৎসম্পর্কিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়। ঐ দুর্ঘটনায় ২৬জন ছাত্র, ১৪জন অতিথি ও কর্মচারীসহ মোট ৪০জন নিহত হন এবং অসংখ্য শিক্ষার্থী ও অতিথি আহত হন।

লোক প্রশাসন দিবস পালিত

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জালাল আহমেদ, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. হুমায়ুন কবীর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাইফুল হাসান বাদল সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক পর্যায়ে দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে দেশসেবা করে যাচ্ছে। উপমহাদেশের বিভিন্ন শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকসহ প্রথিতযশা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই অঞ্চলে জ্ঞান চর্চার ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানতে হবে। মহান ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে এদেশের মানুষের আত্মত্যাগ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানী ও সমৃদ্ধ হতে হবে। নৈতিকতা ধারণ এবং শিক্ষা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে দেশ, সমাজ ও মানুষের সেবা করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি তিনি আহবান জানান।

এডওয়ার্ড (টেড) এম কেনেডি জুনিয়র-এর বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) এডওয়ার্ড এম কেনেডি জুনিয়র বলেন, বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গত ৫০ বছর যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আগামী ৫০ বছরে আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, আমার বাবা বাংলাদেশের মানুষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৭১ সালের গণহত্যা সম্পর্কে আমাদের অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বর গণহত্যার বিরুদ্ধে তিনি সাহসী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সেসময় মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। আমার বাবা ১৯৭১ সালে ভারতে শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের পর বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেছিলেন। মিয়ানমারের শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকারকেও ধন্যবাদ জানান। কেনেডি জুনিয়র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, আমার বাবা ১৯৭২ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি বটগাছের চারা রোপণ করেছিলেন। বটগাছটি দুই দেশের মানুষের বন্ধুত্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আগামীদিনেও এই গাছ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন বহন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পিতার মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার জন্য এডওয়ার্ড (টেড) এম কেনেডি জুনিয়রকে ধন্যবাদ জানান। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রয়াত মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডির অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে উপাচার্য বলেন, সেসময় বাংলাদেশের পক্ষে তিনি আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। এডওয়ার্ড (টেড) এম কেনেডির বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এর আগে এডওয়ার্ড (টেড) এম কেনেডি জুনিয়র তাঁর পিতার রোপণ করা ঐতিহাসিক বটগাছটি সপরিবারে পরিদর্শন করেন।

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের বিশেষ বক্তৃতা

(১ম পৃষ্ঠার পর) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

লর্ড করন বিলিমোরিয়া শিক্ষা, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অসাধারণ সাফল্যের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ বৈশ্বিক অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাঁর পিতা ভারতের সাবেক লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফারিদুন বিলিমোরিয়া বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন বলে তিনি জানান।

চ্যান্সেলর লর্ড করন বিলিমোরিয়া অবিলম্বে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই যুদ্ধের কারণে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, বিশ্বে দারিদ্র বাড়ছে, পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে, খাদ্য সংকট তৈরি হচ্ছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বৈশ্বিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন গড়তে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শেখার কোন শেষ নেই। তাই শিক্ষা অর্জনের প্রচেষ্টা আজীবন অব্যাহত রাখতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের এ সুযোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বক্তৃতা প্রদানের জন্য বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড করন বিলিমোরিয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁর অসাধারণ ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হবে। শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মানোন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে কাজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ভারতের সাবেক লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফারিদুন বিলিমোরিয়ার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপাচার্য বলেন, লর্ড করন বিলিমোরিয়ার এই সফর বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর পরিবারের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড করন বিলিমোরিয়া এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক ও গবেষক বিনিময়, স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুসহ বিভিন্ন যৌথ কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্য প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারেও তাঁরা আলোচনা করেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

ইরানের দুই অধ্যাপক

ইরানের কেরমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাসুদ রশিদি নিজাদ এবং শহিদ বেহেশতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ সাদেগ গাজিজাদেহ গত ১ নভেম্বর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সংকট নিরসন, দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ও শক্তি বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য তিনি ইরানের অধ্যাপকদের ধন্যবাদ জানান।

অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রাসেল থম্পসন গত ২ নভেম্বর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ পরিবেশগত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপাচার্য মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা মডেল সম্পর্কে অতিথির কাছে জানতে চান। এসময় তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

পরে, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রাসেল থম্পসন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'Disaster and Climate Resilience through Collaboration and Research' শীর্ষক এক বিশেষ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগ এই সেমিনার আয়োজন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে সেমিনারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ড. মো. এনামুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামরুল হাসান, এনডিসি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আতিকুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এসিডি সেক্রেটারি জেনারেল

এশিয়া কো-অপারেশন ডায়ালগ (এসিডি)-এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. পরনচায় দানভিভাথানা গত ৯ নভেম্বর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এশিয়া কো-অপারেশন ডায়ালগ-এর মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা নেটওয়ার্ক তৈরির সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এশিয়া কো-অপারেশন ডায়ালগ (এসিডি)-এর সেক্রেটারি জেনারেল তার সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উপাচার্যকে সংক্ষেপে অবহিত করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এশিয়া কো-অপারেশন ডায়ালগ-এর মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বৈশ্বিক ফোরামের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে এশিয়া কো-অপারেশন ডায়ালগ-এর সঙ্গেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে কাজ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এশিয়া কো-অপারেশন ডায়ালগ (এসিডি)-এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. পরনচায় দানভিভাথানা গত ৯ নভেম্বর ২০২২ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রাসেল থম্পসন গত ২ নভেম্বর ২০২২ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ইরানের কেরমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাসুদ রশিদি নিজাদ এবং শহিদ বেহেশতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ সাদেগ গাজিজাদেহ গত ১ নভেম্বর ২০২২ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

গবেষণা-প্রকাশনা মেলা

(১ম পৃষ্ঠার পর) ও বিতরণের ক্ষেত্রে এই মেলা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা আরও সহজ করা দরকার।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান প্রজন্মকে সুদক্ষ কর্মীবাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানি খাতকে বহুমুখী করতে হবে। গবেষকদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি শিল্প মালিক ও অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।

শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি কর্মদক্ষ ও যুগোপযোগী গ্র্যাজুয়েট তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এক্ষেত্রে একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ফান্ড প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।

মেলায় বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট, প্রকাশনা সংস্থা ও গবেষণা কেন্দ্রের শতাধিক স্টল ছিল। এসব স্টলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ও উদ্ভাবনসহ ৫৫টি গ্রন্থ, ২৬টি বিশেষ জার্নাল, ২১৬টি গবেষণা প্রজেক্ট, ৬২৪টি পোস্টার এবং ৮৬টি ফ্লাইয়ার/ব্রুশিয়ার স্থান পায়।

উদ্বোধনী দিনে কলা অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদ, আইন অনুষদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের পৃথক উপস্থাপনা ছিল। ২৩ অক্টোবর সমাপনী দিনে জীববিজ্ঞান অনুষদ, ফার্মেসী অনুষদ, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ এবং চারুকলা অনুষদের পৃথক উপস্থাপনা ছিল। এছাড়া, সকল ইনস্টিটিউটের পক্ষে ১টি এবং গবেষণা কেন্দ্র/ব্যুরো'র পক্ষে ১টি উপস্থাপনা ছিল। সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত কবিতা, রচনা ও ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা এবং প্রত্যেক জার্নালের বিশেষ সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ আর্টিক্যাল লেখককে সনদ, ক্রেস্ট ও প্রাইজ-মানি প্রদান করা হয়। এছাড়া, প্রত্যেক অনুষদ, ইনস্টিটিউট এবং সেন্টারের পোস্টার সমূহ থেকে নির্বাচিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পোস্টার উপস্থাপনকারীকেও পুরস্কার দেওয়া হয়।

ঢাবি এবং ইউনান ইউনিভার্সিটি'র মধ্যে যৌথ ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালুর নীতিগত সিদ্ধান্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ইউনান ইউনিভার্সিটি'র মধ্যে যৌথ ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালুর ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৯ অক্টোবর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের এক ভার্চুয়াল বোর্ড মিটিংয়ে এব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই ভার্চুয়াল বোর্ড মিটিং-এ যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ইউনান ইউনিভার্সিটি'র মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং ইউনান ইউনিভার্সিটি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. হু জিনমিং নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বোর্ড মিটিং-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এবিএম রেজাউল করিম ফকির, চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামের প্রধান ড. মো. আফজাল হোসেন, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়াং হু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাব পরিচালক দফতরের উপ-পরিচালক (বাজেট) মো. ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। ইউনান ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. উ ইয়ুন ভার্চুয়াল এই বোর্ড মিটিং পরিচালনা করেন।

সভার নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ৪ বছর মেয়াদী চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা ৩ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১ বছর ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন। একইভাবে, ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা ৩ বছর ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবেন। যৌথ ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালুর ক্ষেত্রে দ্রুত আধুনিক কারিকুলাম প্রণয়নের ব্যাপারে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া, চীন-বাংলাদেশ গবেষণা কেন্দ্র এবং চীন-বাংলাদেশ শিল্প ও সংস্কৃতি বিনিময় কেন্দ্রের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতি কর্মী বিনিময়ের ব্যাপারেও সভায় আলোচনা করা হয়।

ইউনান ইউনিভার্সিটি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. হু জিনমিং আগামী বছর বিশ্ববিদ্যালয়টির শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে আমন্ত্রণ জানান।

এই আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এই সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আরও বেশি যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

ঢাবি-এ কোরিয়ায় উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

কোরিয়ান ইউনিভার্সিটিস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে 'Visualizing Korea through the lens of higher education & culture' শীর্ষক এক সেমিনার গত ১৬ অক্টোবর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কোরিয়ান ইউনিভার্সিটিস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ কোরিয়ান রাষ্ট্রদূত মি. লি জ্যাং-কুন। সংগঠনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মামুনুর রশিদ এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এবিএম রেজাউল করিম ফকির কোরিয়ায় উচ্চশিক্ষা, কোরিয়ান ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক দু'টি পৃথক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকাস্থ কোরিয়ান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ড. ইয়ংমিন সিও এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন এবং সংগঠনের মহাসচিব ড. সাইফুল হক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করায় রাষ্ট্রদূত-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে বিরাজমান দু'দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। কোরিয়া থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশে ফেরত আসা বিভিন্ন পেশার মানুষদের মধ্যে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরিতে এই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। কোরিয়া বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, এই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে দু'দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শিক্ষাসহ মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তা ভাবনা ও মূল্যবোধ বিনিময়ের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে এবং বাংলাদেশ-কোরিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য উপাচার্য কোরিয়ান ইউনিভার্সিটিস অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

দু'দিনব্যাপী সংগীত উৎসব

সাংস্কৃতিক চর্চা ব্যতীত উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মানুষ হওয়া সম্ভব নয়– উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, সাংস্কৃতিক চর্চা ছাড়া উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা যায় না। মানবিক সমাজ বিনির্মাণে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সংগীতের ভূমিকা অনন্য। গত ১৯ অক্টোবর ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ আয়োজিত দু'দিনব্যাপী 'সংগীত উৎসব ২০২২'-এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এবছর উৎসবের প্রতিপাদ্য হলো 'শতবর্ষের আলোয় সংগীত'।

প্রাপ্ত ২গুণী শিল্পীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, নিয়মিতভাবে সংগীত চর্চা ও গবেষণার পাশাপাশি এই উৎসব আয়োজন ও সমাজের গুণী মানুষদের সম্মাননা প্রদান করে সংগীত বিভাগ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলছে। প্রতিবারই এই উৎসব সংগীতপ্রেমী, শুভানুধ্যায়ী ও সংস্কৃতিমনা মানুষদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও সংগীত শিল্পীদের অনুপ্রেরণা দিতে এবং দেশের সংস্কৃতির বিকাশে এই উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. দেবপ্রসাদ দাঁ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা। সূচনা সংগীতের সঙ্গে অতিথিবৃন্দের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুরু হয় উৎসবের। এই উৎসবে বাংলা গানে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী ফেরদৌসী রহমান এবং অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে গুণীজন সম্মাননা দেয়া হয়।

এছাড়া, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করায় বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের ৪জন শিক্ষার্থীকে 'নীলুফার ইয়াসমীন স্মারক বৃত্তি' এবং 'মো. শহিদুল ইসলাম স্মারক বৃত্তি' প্রদান করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সম্মাননা নিয়মিতভাবে উৎসব আয়োজন ও সংগীত চর্চার মাধ্যমে দেশের সংগীতাঙ্গনকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে উপাচার্য বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী আয়োজনে শাস্ত্রীয় সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, লোক সংগীত ও তবলার মিলিত পরিবেশনা করা হয়। এছাড়া, সংগীত পরিবেশন করেন অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। বিভাগের শিক্ষক ও আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে বাংলা গানে পাঁচ গীতিকবির গান, আধুনিক গান, লোক গানসহ বাংলা গানের নানা বিষয়ের পরিবেশনায় মৌলিকত্বের পাশাপাশি নতুনত্ব ও পরীক্ষণ এবারের উৎসবের মূল আকর্ষণ।

'বঙ্গবন্ধু এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান স্টাডি সেন্টার এবং উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া' শীর্ষক এক সেমিনার গত ১২ অক্টোবর ২০২২ আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান স্টাডি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ সুইডিশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিস. আনা স্যাভেনশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সুইডিশ কবি ও নাট্যকার আনিসুর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাশরুর ইমতিয়াজ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। সেমিনারে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, একটি জাতি-রাষ্ট্র গঠনে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শিতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুদূরপ্রসারি। তিনি বলেন, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে বঙ্গবন্ধুর জীবন, দর্শন এবং আদর্শ নিয়ে চর্চা ও গবেষণা করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশ ও সুইডেনের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে বিশেষ করে সুইডেনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে আসছে। এক্ষেত্রে সুইডেন সরকারের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

জাপানের এনইএফ বৃত্তি পেলেন ঢাবি'র ১০ মেধাবী শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীব বিজ্ঞান অনুষদ এবং আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১০জন মেধাবী শিক্ষার্থী জাপানের নাগাও ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (এনইএফ) বৃত্তি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৮ নভেম্বর ২০২২ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. একেএম মাহবুব হাসান, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান, এনইএফ বৃত্তি কমিটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন এবং বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পরিবেশকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে শিক্ষার্থীদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। পরিবেশ বান্ধব সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এনইএফ বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- মার্জিয়া খাতুন, সুমি বিশ্বাস, নাজনীন আক্তার কোচ (উদ্ভিদবিজ্ঞান), ফারহানা তাসনিম তন্বী (প্রাণিবিদ্যা), তানজিনা আক্তার, মোছা. আরসিনা আক্তার কেয়া (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ), মো. রিমন আল মাহমুদ (সমুদ্র বিজ্ঞান), সাবিহা খান (ভূগোল ও পরিবেশ), উম্মে সাদিয়া শিমলা (ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স) এবং পায়েল দাস (অণুজীব বিজ্ঞান)।

আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ ট্রাস্ট ফান্ড গঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদে 'আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ট্রাস্ট ফান্ড গঠন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ ১৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ১৬ অক্টোবর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু, কয়েকজন শিক্ষক ও দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের কিছু অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই অনুদানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় আনার ক্ষেত্রে এই ট্রাস্ট ফান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা জোরদারের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় দেশের শিল্পপতিদের এগিয়ে আসতে হবে।

লোক প্রশাসন দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লোক প্রশাসন দিবস-২০২২' পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লোক প্রশাসন বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিভাগের ৫২তম ব্যাচের নবীনবরণ এবং ৪৫তম ও ৪৬তম ব্যাচের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমানের সভাপতিত্বে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান। এছাড়া, অনুষ্ঠানে হামীম গ্রুপের সিনিয়র (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো: আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫